ডাটা এন্ট্রি ও শিক্ষা ব্যবস্থা

মোঃ আব্দুল মান্নান সরকার

কমপিউটার প্রযুক্তির অভাবনীয় প্রবর্তনের সাথে সাথে সারা বিশ্বের মানুষের কর্ম বা পেশারও পরিবর্তন ঘটেছে। যে মানুষ কৃষি কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল সে মানুষ এখন কমপিউটারের তথ্য প্রযুক্তির কাজ নিয়ে ব্যস্ত জীবন যাপন করছে। মানুষ তার সকল পেশার কার্যক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়ে স্বচ্ছতা ও দক্ষতা আনয়ন করছে। এই পরিবর্তন দ্রুত ঘটানোর পিছনে ছিল শত বছরের প্রস্তুতি। ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, চিকিৎসা সব ক্ষেত্রেই কমপিউটার প্রযুক্তি যে পরিবর্তন ঘটিয়েছে তার পিছনে দক্ষ ডাটা এন্ট্রির কলাকৌশল রপ্ত করা। ডাটা এন্ট্রির জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার বেশী প্রয়োজন নেই। তবে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে সাধারণ শিক্ষার বিষয়গুলোর সাথে টাইপ শিক্ষা বিষয়ে দক্ষতা আনয়ন করা। দেশ স্বাধীনের পর এই শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছিল। জাতীয় পর্যায়ে বর্তমানে ডাটা এন্ট্রির গোড়াপত্তনও হয়েছিল। ১৯৭৪ সালে শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে দূরদর্শিতা দেখা গিয়েছিল। ১৬টি সরকারী বাণিজ্যিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সকল বেসরকারী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টাইপ রাইটিং বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছিল। প্রায় স্কুল ও কলেজগুলোতে প্রবর্তনও শুরু হয়েছিল। হঠাৎ করে আশির দশকে মাধ্যমিক স্তরে টাইপ রাইটিং বিষয়টি বাতিল ঘোষণা করা হয়। কিন্তু সাথে সাথে আজকের ডাটা এন্ট্রির পথকেও বন্ধ করে দেয়া হয়। ডাটা এন্ট্রির প্রথম এবং প্রধান শর্ত হলো নির্ভুল টাইপ করার দক্ষতা অর্জন করা। এই দেশে টাইপ শিক্ষাকে মানুষ অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকেন।

বর্তমান বিশ্বে ডাটা এন্ট্রি একটি বড় ধরনের অর্থ উপার্জনশীল শিক্ষা ব্যবস্থা। এই অর্থ উপার্জনের জন্যে কমপিউটার যন্ত্র প্রধান উপকরণ। ডাটা এন্ট্রির জন্যে কমপিউটার শেখাটাও বেশী সময়ের শিক্ষা নয়। ডাটা এন্ট্রিতে কয়েক মাসের অর্থ দ্বারা একজন একটি কমপিউটার ক্রয় করার অর্থ উপার্জন করতে পারেন। ডাটা এন্ট্রির জন্যে কমপিউটার পরিচালনা করতে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা দু'এক সপ্তাহের মধ্যে একজন মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থী অর্জন করতে পারবেন।

ডাটা এন্ট্রির জন্যে আমাদের দেশে প্রচুর জনশক্তি রয়েছে। দেশের অসংখ্য শিক্ষিত বেকার ছেলেমেয়ে বাড়ীতে বসে বা ক্লাবে বসেও ডাটা এন্ট্রি করে অন্য একজন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত লোক বা উর্ধ্বতন চাকুরীজীবীর চেয়ে বেশী রোজগার করতে পারেন। এমনকি বাড়ীতে বসে হাতের নিকট একটি কমপিউটার থাকলে ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে জীবন-জীবিকা পরিচালনার জন্যে যে অর্থের প্রয়োজন তার চেয়েও বেশী অর্থ রোজগার করতে পারেন।

বর্তমান সরকার এই ডাটা এন্ট্রির বিশাল সম্ভাবনাময় উপার্জনের উপদেশ-পরামর্শ দানের জন্যে দেশের প্রখ্যাত কমপিউটার বিজ্ঞানী ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করেছিলেন। ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী সরকারের নিকট রিপোর্ট দাখিল করেছেন। ডাটা এন্ট্রির স্বর্ণময় সম্ভাবনার কথা বলেছেন। সাথে সাথে ডাটা এন্ট্রির জন্যে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও কলাকৌশলের প্রয়োজন হবে তারও পরামর্শ দিয়েছেন। তার রিপোর্টে কমপিউটার অনুরাগীগণ উৎসাহিত হয়েছেন। নতুন দিনের সোনালী সময়গুলোর জন্যে তারা এখন অপেক্ষা করছেন। ভিসেট বসবে, কমপিউটার আসবে, ডাটা এন্ট্রি করবো এবং পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফুটাবো। বেকার সমস্যা দূর হবে। গার্মেন্টস ইন্ডাষ্ট্রীর মত ডাটা এন্টি ইন্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠবে। হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে। এই আশার উপর ভরসা করে শুরু হয়েছে কমপিউটার শিক্ষার ধুম। সরকার রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপিউটার শেখার সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করছেন। কিন্তু যেভাবে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে বা সিলেবাস প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পাঠ্যসূচী হিসেবে কমপিউটারের সিলেবাস অনুমোদন করে স্কুল-কলেজে পড়ানোর ব্যবস্থা করেছেন তাতে সকলেই কমপিউটার বিজ্ঞানী হবে নিঃসন্দেহে। কমপিউটর বিজ্ঞানীর বিশ্বজুড়ে চাহিদা কত আর ডাটা এন্ট্রির চাহিদা কত তা খতিয়ে দেখা হয়নি। সবাই যখন কমপিউটার বিজ্ঞানী হবেন তখন ডাটা এন্ট্রি কেউ করতে চাইবেন না। একজন কৃষকের ছেলে কৃষি বিজ্ঞানে উচ্চতর ডিগ্রী গ্রহণের পর আর কৃষি কাজ করতে চান না। তেমনি কমপিউটার বিজ্ঞানীদেরও অবস্থা হবে। তবে এসএসসি ভোক, এইচএসসি ভোক ও এইচএসসি ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা নামে কমপিউটার শিক্ষার জন্যে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা জাতীয় জীবনে ফলপ্রসূ অবদান রাখবে নিঃসন্দেহে। এই শিক্ষাক্রমের মধ্যেও যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে তাতেও কমপিউটার বিজ্ঞানী তৈরীর রূপরেখা রয়েছে। ডাটা এন্ট্রির জন্যে যে শিক্ষার প্রয়োজন, তা পাঠ্যসূচীতে প্রবর্তন করা হয়নি। ডাটা এন্ট্রির জন্যে প্রধান যে দক্ষতার প্রয়োজন তা হলো টাইপিংয়ের গতি উত্তোলন। বর্তমানে সারাদেশের সর্বত্র এক বা দুই নখ দিয়ে কমপিউটার শেখানো হচ্ছে। যা সম্পূর্ণভাবে ডাটা এন্ট্রির জন্যে অযোগ্য। ডাটা এন্ট্রির জন্যে টাইপিংয়ে গতি থাকতে হবে এবং মাধ্যমিক স্তরে কমপিউটারের পরিবর্তে টাইপ রাইটিংয়ের উপর গতি উত্তোলনে দক্ষতা আনতে হবে। সে গতি টাইপ মেশিনের সাহায্যেই হোক আর কমপিউটারের সাহায্যেই হোক উত্তোলন করতে হবে। এই গতি উত্তোলন রাতারাতি হবে না। এটা সময়ের ব্যাপার। দক্ষ শিক্ষকের দ্বারা শিক্ষার্থীর টাইপে গতি উত্তোলনের দক্ষতা বাড়াতে হবে। নচেৎ ডাটা এন্ট্রির বাজার যদি সরকারী প্রচেষ্টায় আমরা ধরতে পারি তাও অদক্ষতার কারণে হারাতে হবে।

ডাটা এন্ট্রি করার জন্য দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে তা হলো বাংলায় ডাটা এন্ট্রি হলে বাংলা ভাষা এবং ইংরেজীতে ডাটা এন্ট্রি হলে ইংরেজী ভাষার উপর স্বচ্ছ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। ডাটা এন্ট্রির সময় ভাষা ও লেখা পড়ে না বুঝতে পারলে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর হিসাবে পরিচয় দেয়া যাবে না।

পাঠ্যক্রমে টাইপিংয়ের উপর গতি উত্তোলনের বিধান রাখতে হবে। নচেৎ শত শত কোটি টাকা খরচ করে ডাটা এন্ট্রির সব আয়োজন সম্পন্ন করে ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের অভাবে বিশ্ব বাজার থেকে ডাটা এন্ট্রির সুবর্ণ সুযোগ হারাতে হবে।

ইংরেজীতে একটি প্রচলিত কথা রয়েছে "A good planning is half of the work" যদি পরিকল্পনার গোড়াপত্তন সুদৃঢ় হয় তাহলে ডাটা এন্ট্রির আয়োজনে দেশের অর্ধশিক্ষিত হাজার হাজার লোকের কর্মসংস্থান হবে, বৈদেশিক অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা হবে। সাথে সাথে বিদেশের সাথে আমাদের সুসম্পর্কও বৃদ্ধি পাবে।

মানুষের চাহিদা, যুগের পরিবর্তন ও প্রযুক্তির প্রসারের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রা ও কাজ-কর্মের আচার-আচরণেও বিশ্বব্যাপী পরিবর্তন এসেছে যেমন বাংলাদেশের বিভিন্ন অফিস-আদালতে কর্মচারী/কর্মকর্তার পদবীর সমতুল্য প্রযুক্তি জগতের কর্মচারী/কর্মকর্তাগণের পদবীর একটি সমকক্ষতা নিম্নে দেখানো হল ঃ

১। ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট সমতুল্য ডাটা এন্ট্রি ক্লার্ক,
২। স্টেনোটাইপিস্ট-এর সমতুল্য ডাটা এন্ট্রি অপারেটর,
৩। স্টেনোগ্রাফার-এর সমতুল্য কম্পিউটার অপারেটর,
৪। উপ-সহকারী প্রকৌশলী, পারসোনাল অফিসার ইত্যাদির সমতুল্য কম্পিউটার পেরিফেরাল ইকুইপমেন্ট অপারেটর/সহকারী প্রোগ্রামার,
৫। সহকারী সচিব, প্রভাষক, সহকারী প্রকৌশলী-এর সমতুল্য প্রোগ্রামার,
৬। সিনিয়র সহকারী সচিব পদমর্যাদার সমতুল্য সিসটেম এ্যানালিস্ট,
৭। উপ-সচিব পদমর্যাদা কর্মকর্তাগণের সমতুল্য সিনিয়র সিসটেম এ্যানালিস্ট এবং
৮। যুগ্ম সচিব পদমর্যাদা কর্মকর্তার সমতুল্য প্রোগাম ম্যানেজার/সিসটেম ম্যানেজার পদমর্যাদা হিসেবে জাতীয়ভাবে কম্পিউটার প্রযুক্তির চাকুরীজীবীগণের পদমর্যাদা নির্ধারণ করা যেতে পারে।

এই পদমর্যাদা নির্ধারণের অভাবে এক একটি দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থায় এক এক ধরনের বেতন কাঠামো নির্ধারিত করা হচ্ছে। যা আগামী দিনগুলোতে সমতা রক্ষা করা দুরূহ হবে বলে আশংকা করা যাচ্ছে।

ডাটা এন্ট্রি ক্লার্ক-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো নির্ভুল ও দ্রুত টাইপ করা।